মা ই ন টা ল

বিচ্ছিন্ন ভাবনা

সাপ্তাহিক ২০০০ আমার প্রিয় পত্রিকা ঠিকই তারপরও কিছু দুঃখবোধ রয়েই যায়, সব কিছুর সঙ্গে মন সায় দেয় না

লিখেছেন জার্মানি থেকে **নাছির**

আমার মনে হয় প্রকৃত ভালোবাসা হচ্ছে প্রতিদানের আশা না করে কিছু দেয়া। যদিও এটা একটা কঠিন ব্যাপার। কথাগুলো বলেন হলিউড চিত্রতারকা Richard Gere যিনি খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্মকে নিজের ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ৩১ অক্টোবর ১৯৯৭ 'বিচিত্রার অবসর' প্রচ্ছদ দিয়ে ছাপা হয় তৎকালীন বিচিত্রার শেষ সংখ্যা। বিচিত্রা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সংবাদ আমার মত অনেক প্রবাসীকেই মর্মাহত করেছিল। গোলাম মোর্তোজা লিখেছিলেন, চলে যাওয়াই শেষ কথা নয়, সব কিছু ছেড়ে মানুষকে চলে যেতে হয়। মনে পড়ছে আবুল হাসানের কবিতা, যতদূরে থাক ফের দেখা হবে। কেননা মানুষ যদিও বিরহকামী, কিন্তু তার মিলনই মৌলিক। হ্যাঁ, বিচিত্রার ভাঙা পরিবারের অনেক সদস্য আবারও এক সঙ্গে মিলিত হয়েছিলো। তাদেরই ঘরে জন্ম নিয়েছে যে শিশুটি তার নাম দেয়া হয় 'সাপ্তাহিক ২০০০'। এই তো সেদিনের কথা। দেখতে দেখতে শিশুটির বয়স চার বছর হয়ে গেল। কি পাকা পাকা কথা বলতে শিখেছে সেদিনের সেই শিশু। শুনতে ভালই লাগে। জন্ম মুহূর্তে আমিও একফোঁটা মধু দিতে পেরেছিলাম শিশুটির মুখে। সেখান থেকেই মনে হয় আমিও ঐ পরিবারের একজন সদস্য। জন্মলগ্ন থেকে ২০০০-এর সঙ্গে আমার থাকার পেছনে যার অবদান সে হলো সুকান্তের মতই হালকা-পাতলা ও কর্মঠ একটি ছেলে। পত্রিকা প্রকাশিত হবে সংবাদ পেয়ে সে কি আনন্দ তার। সারা ফ্রাঙ্কফুর্ট মাতিয়ে তুলেছিলো। সে নিজে লেখা পাঠিয়েছিলো এবং আমাকেও লেখা পাঠাতে অনুরোধ করেছিল। দু'জনেরই লেখা ছাপা হয়েছিল প্রথম সংখ্যায়। দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে ঐ ছোট্ট ছেলেটিকে দেখেছি দোকানে দাঁড়িয়ে সব পরিচিতজনের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে সাপ্তাহিক ২০০০। পড়ে দেখেন, আমাদের পত্রিকা। দেখতে দেখতে ফ্রাঙ্কফুর্টে পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ১৫০ ছাড়িয়ে ২০০-এর কাছাকাছি পৌঁছে যায়। তারপর হঠাৎ করেই উদ্যমে যেন ভাটা পড়ে গেল। ভালোবাসা একতরফা হয় না। Richard Gere'র কথা মিলছে না। মনুষ্য চরিত্রের খুব স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভালোবাসার পাত্রের কাছ থেকে কিছু না কিছু প্রতিদান আশা করা। প্রবাসের পাতায় আমার লেখা যেমন অন্যকে প্রেরণা জাগিয়েছে কিছু লিখতে তেমনি আমি নিজেও উৎসাহিত করেছি অন্যদেরকে লিখতে।

আমরা পথের ধারের মেয়েটির কথা অথবা স্বামীর টেলিফোন বিড়ম্বনার কথা লিখতে পারি না। লিখতে পারি না হীনম্মন্যতায় ভরা দ্বান্দ্বিক কথা অথবা ভিত্তিহীন সস্তা যৌন আবেদনময় কোনো কথা। প্রসঙ্গক্রমে সম্প্রতি জার্মানি থেকে মামুন নামের নতুন লেখকের লেখাটির কথা উল্লেখ করা যায়। কি দ্বান্দ্বিক সমগ্র লেখাটি। শিরোনাম দেয়া হয়েছে 'একাকিত্বের প্রবাস'। তার নিচেই লেখা হয়েছে জীবন এখানে মুক্ত, স্বাধীন। যেমন খুশি বাঁচো। কিন্তু এক সময় একাকিত্ব প্রবলভাবে আক্রান্ত করে। একজন মডেল কন্যাকে চুম্বন করছে দু'জন পুরুষ– নিচে লেখা হয়েছে জীবন এখানে এমনই। আবার তিনিই লিখছেন, বাস্তব বড় কঠিন তাইতো আবারও ফিরে আসতে হয় যান্ত্রিক জীবনে। সংক্ষেপে যদি বলি প্রথমেই বলতে হয়, যন্ত্রের কোনো স্বাধীনতা নেই। যন্ত্র চলে একটা নিয়মের ভেতরে। আর নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে যে জিনিস চলে তাকে নিয়ে এত নেতিবাচক কথা বলার তো কোনো যুক্তি দেখি না। দ্বিতীয়ত, মামুনকে এদেশে কেউ সেধে নিয়ে আসেনি। এ সমাজ অবক্ষয়ের দিকে না উন্নতির দিকে তা নিয়ে তার কাছে কেউ পরামর্শও চায়নি। মামুনের চেয়ে অনেক বেশি পন্ডিত ব্যক্তি যারা সমাজ বিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী অথবা পেডাগগিক হিসেবে পরিচিত তারাই সর্বদা এখানে ব্যস্ত আছে সমাজের গতি কোনদিকে এবং তার ফলাফল কি। করণীয় কি হতে পারে তারাই বলে দিচ্ছে সব সময়। এখানে ধর্ম নয়, সমাজ এবং রাষ্ট্রের কল্যাণের দিকে তাকিয়ে আইন প্রণীত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়। মামুনের ভালো না লাগলে কেউ তো অনুরোধ করছে না এখানে থাকার জন্যে। মামুন যদি দেশে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করতে পারে, তাহলে এদেশের ছেলে-মেয়েরা সদরে প্রেম করলে অপরাধ কোথায়?

এদেশে কিছু ছেলে-মেয়ে আছে যারা ট্রেন স্টেশনে দাঁড়িয়ে চুম্বন করে। এই চুম্বন যদি অবাধ সেক্স হয় এবং শতকরা ১ থেকে ২ শতাংশ মানুষের এই কর্মকে যদি সামগ্রিক বলা হয় তাহলে মামুনের চিন্তা-ভাবনার স্বচ্ছতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা যেতে পারে। আবিটুর বা স্কুল ফাইনাল শেষ করতেই ছেলে-মেয়েদের ১৯/২০ বছর বয়স হয়ে যায়। এরপর উচ্চশিক্ষা করতে গেলে আরও ৪/৫ বছর সময় লাগে। এসময় পর্যন্ত সন্তানরা বাবা-মার ঘাড়েই বসে থাকে। সুতরাং ১৮ বছর বয়স হলে যে সব সন্তানরা ঘর ছাড়ে তারা বাংলাদেশের মতই হয় দরিদ্র ঘরের সন্তান অথবা কোনো সামাজিক সমস্যার শিকার। পরিসংখ্যান বলছে সন্তান বাবা-মার সঙ্গে না থাকলেও সপ্তাহে একাধিকবার যোগাযোগ হয় ৭০ শতাংশের, শুধুমাত্র বছরের বিশেষ দিনে নয়। শিক্ষা, চাকরি, সন্তান প্রতিপালন এসবের সমন্বয় সাধন এদেশে কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাইতো সমাজ বিজ্ঞানীরা প্রস্তাব করেছে এমন ধরনের মডেল বাড়ি নির্মাণের যেখানে একত্রে তিন জেনারেশন বসবাস করতে পারবে। বৃদ্ধরা দেখাশোনা করবে শিশুদের আর যুবকরা বয়ে আনবে পানির বোতলের ভারী ঝুড়ি। এদেশে ১০ লাখেরও বেশি জুটি আছে যারা বিবাহ বন্ধন ছাড়াই ঘর-সংসার করছে। কেন করছে সেটা ভিন্ন প্রশ্ন ও ভিন্ন ব্যাখ্যা। কিন্তু এই একসঙ্গে থাকা যা বাংলাদেশের মানুষের মুখের কৌতূহলী প্রিয় বাক্য লিভিং টুগেদার এটা এদেশে সামাজিক ও আইনগতভাবে বৈধ। এদের থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করছে তাদের প্রতিপালন ও দায়-দায়িত্বের জন্যে আইন আছে। সুতরাং মামুনের কুমারী মাতা তত্ত্ব এদেশে হাস্যকর।

২০০০ পরিবারকে বিনয়ের সঙ্গে বলবো, ক্লান্ত শরীর ও স্বল্প সময়ের মাঝে সমন্বয় সাধন করে একটা লেখা লিখতে সত্যিই আমাদের কষ্ট হয়। ফ্রাঙ্কফুর্টের আমরা ক'জন লিখতে চাই বাস্তবধর্মী লেখা। রঙ বা আবেগ দিয়ে নয়। কোনো শিশুকে মিথ্যা ভয় দেখানো বা মিথ্যা শিখানো উচিত নয়। আমরা চাই না চার বছরের শিশু সাপ্তাহিক ২০০০-এর মাধ্যমে সমগ্র পাঠক সমাজকে কেউ বিভ্রান্তিতে ফেলুক। তাই ভুল তথ্য, অতিরঞ্জিত লেখার আমরা প্রতিবাদ করি। ২০০০ পরিবারেরও বোঝা উচিত সমালোচনাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে না পারলে নিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগবে কোথা থেকে? আমার লেখার পুরোটাই প্রবাস পাতাকে কেন্দ্র করেই হয়ে গেল। কারণ এখানেই আমার হাতেখড়ি এবং প্রবাসী তথা পাঠকদের বৃহৎ অংশের কাছে এই পাতা গুরুত্বপূর্ণ। ফিলিপস গল্প লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন সাপ্তাহিক ২০০০-এর একটা প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। প্রবাসের পাতাতেও প্রবাসী লেখকদের লেখাকে প্রতি ছয়মাস বা এক বছরের পাঠকদের বিচারে কারো লেখাকে শ্রেষ্ঠ মনোনীত করে তাকে নির্দিষ্ট কিছুদিনের সৌজন্য সংখ্যা পাঠালে অথবা কোনো বিজ্ঞাপনদাতার পক্ষ থেকে অন্য কোনো পুরস্কারের ব্যবস্থা করলে এই পাতার সৌন্দর্য এবং মান অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে বলে আমি মনে করি। সবশেষে পত্রিকার চতুর্থ জন্মবার্ষিকীতে আন্তরিক অভিনন্দন।

সো ।লে ।ন ।তু ।না

স্টকহোম ওয়াটার প্রাইজ

বিশ্ব মানচিত্রে সুইডেনের নাম উজ্জ্বল করা এবং বহির্বিশ্বের ট্যুরিস্টদের আকর্ষণের জন্য স্টকহোম ওয়াটার ফেস্টিভাল শুরু হয়

স্টকহোম ওয়াটার প্রাইজ নামে খ্যাত এ বছরের পুরস্কারটি পেলেন আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬০ বছর বয়সী ভেনিজুয়েলান অধ্যাপক ইগনাসিও রডরিগেজ ইতুরবে। নদী জলের উচ্চমাত্রার প্রবাহ এবং তীব্র খরা মানবজাতির জন্য বয়ে আনা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণ এবং তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে তিনি নিরলস গবেষণার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন ইউনিকভাবে। এ কারণেই তাকে দেয়া হলো এ বছরের ওয়াটার প্রাইজ। সুইডিশ ভাষায় এই প্রাইজের নাম ভাত্তেন প্রিস (Vatten Pris) পুরস্কারের মূল্য দেড় মিলিয়ন ক্রোনার। বাংলাদেশী অর্থে ৮০ লাখ টাকারও বেশি। জনস্বাস্থ্যের জন্য পানিসম্পদ রক্ষা, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, গবেষণা ও উন্নত প্রণালী উদ্ভাবনে আত্মনিবেদিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দেয়া হয় এই পুরস্কার। বিগত দুই বছরে এই পুরস্কারটি লাভ করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক কাদের আসমাল, বিশুদ্ধ পানি বঞ্চিত কয়েকটি এলাকার জনগোষ্ঠীর মাঝে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহে বিশেষ অবদান রাখার জন্য এবং গত বছর মেক্সিকোতে অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠান জেনারেল মোটরস কয়েকটি এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় অবদান রাখার জন্য।

৬০ দশক পর্যন্ত পানি গবেষণায় সহায়ক কারিগরি সরঞ্জাম হিসেবে একমাত্র হাইড্রোলোজি তত্ত্বকেই ব্যববহার করা হতো। কিন্তু সেই নির্ধারিত তত্ত্বের বৃত্ত ভেঙে ভূতাত্ত্বিক গবেষণার দিগন্ত উন্মোচন করেন ইগনাসিও। তার গবেষণা পানির সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত বিশ্ব আবহাওয়ার তত্ত্বটিকে বোঝার জন্য তিনি নতুন জ্ঞানের সূত্রপাত করেন। পারস্পরিক এই দুইয়ের উৎস থেকে সৃষ্ট তীব্র খরা এবং নদী জলের উচ্চ প্রবাহ যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বয়ে আনে তা মানব জীবনের হানি, ভয়াবহ আর্থিক ও পরিবেশগত সর্বনাশ সাধন করে সে সম্পর্কে তার গবেষণা অনন্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস ছাড়া আগে প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্পর্কে ধারণা লাভের কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু ইগনাসিওর গবেষণা ভূমির অপরিণামদর্শী ব্যবহার ও আবহাওয়ার দূর্যোগকে সঠিকভাবে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। ইকো হাইড্রোলোজি সংজ্ঞার ওপর তিনি দাঁড় করিয়েছেন নতুন তাত্ত্বিক ধারণা, পুরস্কারপ্রাপ্তির জন্য এটি ছিল পুরস্কার কমিটির মূল মোটিভেশন।

এই পুরস্কারটির উৎপত্তি ঘটে ১৯৯১ সালে, চালু করা 'স্টকহোম ওয়াটার ফেস্টিভ্যাল' থেকে। বিশ্বমানচিত্রে সুইডেনের নাম উজ্জ্বল করা এবং বহির্বিশ্বের ট্যুরিস্টদের আকর্ষণের লক্ষ্যে বাৎসরিক এই উৎসবটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয় ১৯৮৬ সালে। পরে একই লক্ষ্যের সঙ্গে পৃথিবীর মধ্যে স্টকহোমের অনন্য বিশুদ্ধ পানি সম্পদের শ্রেষ্ঠত্বকে উৎসবের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করে বিশ্বের পানি সম্পদ বিশুদ্ধকরণ ও রক্ষায় বিশ্ববাসীকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে। স্টকহোম ওয়াটার ফেস্টিভ্যালের প্রবর্তন করা হয় ১৯৯১ সালে। এই উৎসবটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পর্যটকদের মিলনমেলা, নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, সংস্কৃতির সেতুবন্ধন, সঙ্গীত ও বিনোদনের মধ্য দিয়ে বিপথগামী তরুণ যুবাদের বিমুখ করা এবং পরিবেশ রক্ষায় মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়েই যাত্রা শুরু করে। স্থানীয় সরকারের সহযোগিতা ও সুইডেনের নেতৃস্থানীয় কয়েকটি বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার আর্থিক সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত স্টকহোম ওয়াটার ফেস্টিভ্যাল কমিটি। এ উৎসবটি প্রতি বছর অনুষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। শুরুর পর থেকেই প্রতি বছর আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে অনুষ্ঠিত ৯ দিনব্যাপী এই উৎসবটি আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। বাণিজ্য মেলা, সাংস্কৃতিক বিনোদন, পরিবেশ অনুকূল মধ্যরাতের আতশবাজি ও অ্যাক্রোব্যাটশৈলী ছিল উৎসবটির অনন্য আকর্ষণ। বিশ্বের সহস্রাধিক আমন্ত্রিত সাংবাদিক, অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতিসহ প্রতি বছর গড়ে ১০ লক্ষাধিক দর্শকের সমাগম ঘটতো এ উৎসবে। কিন্তু বিশাল এ উৎসবটি আয়োজন করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলো বছরের ২০ মিলিয়ন ক্রোনারেরও অধিক আর্থিক ক্ষতি ও ব্যবস্থাপনায় হিমশিম খেয়ে ১৯৯৯ সালে সর্বশেষবারের মতো অনুষ্ঠানের পর উৎসবটির সমাপ্তি ঘোষণা করে। তবে স্টকহোম ওয়াটার প্রাইজটি বহাল রাখা হয়। এটি চালু রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত স্টকহোম ওয়াটার ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট (SIWI)।

Delwar Hossain, Box 2029, 191 02 Sollentuna, Sweden

টো ।কি ।ও

প্রশান্ত সাগর পাড়ি

৪০ বছর আগে এরকম এক ইয়টে চরে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় পৌঁছেছিল এক জাপানি

জাপানের Kenechi Horie, রিসাইকেল হুইস্কি ব্যারেল বিয়ার ক্যান এবং কেরোসিন কাঠ দিয়ে নির্মিত বিশেষ ধরনের ইয়েট Malt's Mermaid-3-এ করে একাকী শত প্রতিকূলতা কাটিয়ে ৬৮ দিনে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে সানফ্রানসিস্‌কোতে পৌঁছেন। ৬৩ বছরের Mr. Hoire ৪০ বছর আগে এই রকমের একটি ইয়েটে প্রথম জাপানি হিসেবে একই রুটে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়েছিলেন। সে সময় তার কোনো পাসপোর্ট ছিল না। ভিসাহীন অবস্থায় আমেরিকায় পৌঁছে তার ভয় হয়েছিল। ভেবেছিলেন অবৈধ প্রবেশের জন্য তাকে হয়তো আমেরিকায় ঢুকতে দেয়া হবে না। কিন্তু সানফ্রানসিস্‌কো তৎকালীন মেয়র George Christopher তাকে সাদরে বরণ করেছিলেন এবং একজন সম্মানীয় নাগরিকের মর্যাদা দিয়েছিলেন– ক্রিস্টোফার দু'বছর আগেই মারা গেছেন। তবে তার পরিবারের সদস্যরা Mr. Hoireকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন আরো অনেকে যারা ৪০ বছর আগের প্রথম মহাসাগর পাড়ি দিতে সহায়ক ছিলেন।

আরিফুর রহমান মাসু, ই-মেইল : arif masud 7088@docomo.ne.jp.

ব্রে সি য়া

শান্তি বিষয়ক

বছরব্যাপী কিছু না কিছু উৎসব প্রদর্শনী লেগেই থাকে। বাঙালিরা সবকিছুতেই নিজেদের উপস্থিতি প্রমাণ করে

গুরু নানকের জন্ম উপলক্ষে ৬ এপ্রিল কয়েক হাজার শিখ অভিবাসী নারী পুরুষ ধর্মীয় মিছিল করল ব্রেসিয়া শহরে। প্রায় সবার মাথায় হলুদ পাগড়ি। বর্ষীয়ান কিছু শিখের মাথায় নীল পাগড়ি। এরা খোলা ট্রাকের ওপর বসে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে কীর্তন গাইছিল। স্বেচ্ছাসেবকগণ পথচারীদের লুচি-সন্দেশ বিতরণ করছিল। মিছিলের আগে- পিছে শান্তি রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিল পুলিশ, আধা সামরিক বাহিনী, দাঙ্গা পুলিশ, মিউসিপ্যাল পুলিশ এবং মাফিয়া দমন স্কোয়াডের সদস্যসহ গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন। যুক্তরাষ্ট্রে টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অভিবাসীদের মাঝে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসের গন্ধ খোঁজার চেষ্টা করছে। বিশেষ করে মুসলমান অভিবাসীদের প্রতি পুলিশ মাঝে মধ্যে নজর রাখছে। যা হোক শেষাবধি মিছিল শান্তিপূর্ণ ভাবেই শেষ হয়।

৭ এপ্রিল ইটালির অস্ত্র উৎপাদন ও রফতানির বিরুদ্ধে এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ব্রেসিয়ার 'পিয়াসা লোজিয়া' নামক ময়দানে। আয়োজক ছিল ব্রেসিয়া সোশ্যাল ফোরাম। যখন ইসরাইল প্যালেস্টাইনিদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ চালাচ্ছিল তখনই এই প্রদর্শনী হল। অন্যান্য অনেক রাষ্ট্রের মত ইসরাইলও ইটালির উৎপাদিত অস্ত্রের অন্যতম আমদানিকারক। প্রদর্শনীতে পোস্টার, তথ্য, কার্টুন চিত্র প্রভৃতির মাধ্যমে অস্ত্র উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি বন্ধের পক্ষে কথা বলা হয়। একটি কার্টুনের ভাষা এমন ছিল– যার বাংলা করলে দাঁড়ায় 'চল মৃত্যু রপ্তানি করি এতে লাভ আছে'।

অন্যদিকে ১৩-১৬ এপ্রিল ব্রেসিয়ায় অনুষ্ঠিত হলো আন্তর্জাতিক অস্ত্রের খুচরা যন্ত্রাংশের প্রদর্শনী ২০০২। ইটালিসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অস্ত্র উৎপাদনকারী কোম্পানি এতে অংশগ্রহণ করে। স্পারটিং আর্মস -এর নামে প্রদর্শনীতে পশুপাখি শিকারের বন্দুক, সাধারণ বন্দুক, রিভলবার, পিস্তল, মাইন, হাল্কা মেশিনগান, নৌবাহিনীদের জাহাজে ব্যবহৃত প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়। বিভিন্ন সামাজিক, শান্তিবাদী ও পশুপাখি রক্ষা বিষয়ক সংগঠনসমূহ প্রদর্শনীর বাইরে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

Al Mamun, Via-Montello-35, Italy

টো কি ও

টপটেন

কোরিয়ার মতো জাপানেও কুকুর খুব আদরণীয়। বাংলাদেশে মানুষের কোনো পরিসংখ্যান নেই, কিন্তু জাপানে কুকুরেরও হিসাব আছে

জার্মানিদের সঙ্গে সঙ্গে জাপানিজদেরও কুকুর প্রীতি সর্বজনস্বীকৃত। বাচ্চা পিঠে নিয়ে কুকুরকে বুকে নিয়ে হাঁটতে দেখেছি অনেককেই। কুকুরকে চুমো খাওয়া এবং কুকুরের উচ্ছিষ্ট খাবার খাওয়া যেন কুকুরের প্রতি ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ। কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে খাবার খাওয়ার ছবি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন তার শিল্প কর্মে সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন দুর্ভিক্ষের সময়ে। কিন্তু জাপানিজদের দেখা যায় ভালোবেসে ভাগাভাগি করে বা কুকুরের উচ্ছিষ্ট খাবার খেতে। শাসন কাজ পরিচালনার জন্য পুরো জাপানকে সাতচল্লিশটি প্রিফেকচারে (Prefecture) ভাগ করা হয়েছে যা জাপানি ভাষায় কেন্ (Ken) বলে পরিচিত (৪৩+২+১+১=৪৭)।

পৃথিবীতে যত পোষা প্রাণী আছে তার মধ্যে কুকুরই মানুষের সবচেয়ে বেশি বিশ্বস্ত। ২০০০ সালে সরকারি নথিপত্রের হিসাব অনুযায়ী সারা জাপানে ৫৭৭৯৪৬২টি কুকুর পোষ্য হিসাবে সরকারি রেজিস্ট্রি করা ছিল। এর বাইরেও প্রচুর কুকুর রয়েছে।

রেজিস্ট্রি করা কুকুরের মধ্যে আনুপাতিক হারে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কুকুর ছিল আইচি প্রিফেকচার বা আইচি কেন্ এ ৩৮৭২৩৭টি। এর পরেই কানগাওয়া-কেন ৩২৯৬৫২টি এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে টোকিও। এই রাজধানী শহরে রেজিস্ট্রি করা কুকুর রয়েছে ৩২২৩১৫টি। ১৯৯১ সাল থেকে টানা দশ বছর আচিকেন এক নাম্বার স্থান দখল করে আছে। এর কারণ হিসাবে পৃথক পৃথক বাড়ি, খোলামেলা জায়গা, কুকুর কেনা সহজ এবং পরিবেশকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পোষা প্রাণীর সঙ্গে জড়িত রয়েছে নানা ধরনের ব্যবসা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। পেট সপ, পেট ফুড, পেট হাসপাতাল, পেট সেলুন, পেট হোটেল যার মধ্যে অন্যতম। শুধু টোকিওতে ২০০১ সালের হিসাব অনুযায়ী এক হাজার সাতানব্বইটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

বাংলাদেশে যেখানে মানুষের সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া মুশকিল, নাগরিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, পর্যাপ্ত চিকিৎসা পাচ্ছে না, মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি নেই সেখানে জাপানে কুকুরদের অবস্থা দেখলে রীতিমতো হিংসা লাগে। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি কোন্ দেশের নাগরিক আমরা?

Rahman Moni
Sanku Bldg-201, Kitaku, Tokyo

টো কি ও

পঁচিশ বছর পরে

কিকুশিগে সাওয়ানো, বয়স ৮৩ বছর। পঁচিশ বছর আগে পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে অবসর নিয়েছেন। বিশ্বকাপ উপলক্ষে অকস্মাৎ তার ডাক পড়লো। শরীরে চাপাতে হলো পুলিশের ইউনিফর্ম এবং যথাযথ নিয়মিত পুলিশের মতো দায়িত্ব পালন করলেন বিশ্বকাপের উবাওয়ায় সাইতামা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ২, ৪, ৬, ও ২৬ জুনের বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টের দিন। পুলিশ প্রধানের অনুরোধে তিনিসহ অবসরপ্রাপ্ত ১৮০ জন ভূতপূর্ব কর্মকর্তা ঐ সময় সাইতামা জেলার ২৭১টি পুলিশ বক্সে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। মিঃ সাওয়ানোর জ্যেষ্ঠপুত্র কাজুও (৪৮) ও একজন পুলিশ অফিসার এবং ঐ দিন পিতার সঙ্গে সাইতামা স্টেডিয়ামে দায়িত্ব পালন করেন। সাওয়ানো সানের বাড়ি একেবারে সাইতামা স্টেডিয়ামের পাশে, তাই বড় ছেলে আগের রাতে পিতার বাড়িতে রাত কাটান। খুব ভোরে যখন পিতাপুত্র একসঙ্গে কাজে রওয়ানা হন তখন সাওয়ানো সানের স্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

ডিউটিরত সাওয়ানো সান

ইয়াজদান ইনান, টোকিও

সিঙ্গাপুর

আমার লজ্জা

কার্যসূত্রে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা সিঙ্গাপুরে। জার্মান এই ভদ্রলোক বাংলাদেশে ছিনতাইয়ের কবলে পড়েছেন শুনে লজ্জায় মরে যাই

আজ খুব গরম অনুভূত হচ্ছিলো। আমরা একই সঙ্গে দশজন দুটি প্রপেলারে মেরামতের কাজ করছিলাম একটি প্রমোদ তরীর। 'ওয়ার্ল্ড ডিসকোভারার' জার্মান মালিকানাধীন একটি প্রমোদ তরীর জার্মান চীফ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা হচ্ছিলো কাজের শেষ পর্যায়ে 'সিস্টেম টেস্টিং'-এর ব্যাপারে। জার্মান ইঞ্জিনিয়ার আমাদের কাজের ফলাফলে সন্তুষ্ট। বার বার তিনি আমাদের গ্যাং-এর সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে গরমের কারণে উনি বেশ ঘামছিলেন। বার বার বলছিলেন, সিঙ্গাপুরে তাপমাত্রা খুব বেশি। আসলে সিঙ্গাপুর বিষুব অঞ্চলের দেশ। সারা বছর গরম তাপমাত্রা আর বৃষ্টি লেগেই আছে। ক'দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছিলো না। এক সময় ভদ্রলোক তার দেশে শীতের তীব্রতা বোঝাতে গিয়ে বললেন, জার্মানির দক্ষিণাঞ্চলে তার বাসস্থান। শীতে মাঝে মাঝে এতো তুষারপাত হয় যে, ঘর থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠতে খুব কষ্ট হয়। এক থেকে দেড় মিটার পুরো হয়ে তুষার জমা হয় দরজার সামনে, রাস্তায়, খোলা জায়গায়। আমরা কখনো তুষারপাত দেখেছি কি না বাংলাদেশে, জানতে চাইলেন জার্মান ভদ্রলোক। দেখেছি শুধু টেলিভিশনে, সিনেমায়– উত্তরে জানালাম ভদ্রলোককে। হঠাৎ করেই বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন ভদ্রলোক। প্রায় কুড়ি বছর আগে ঘটে যাওয়া এক অপ্রীতিকর ঘটনার বর্ণনা দিলেন ভদ্রলোক।

টগবগে এক জার্মান যুবক। যৌবনের শুরুতে জয়েন করেছেন জাহাজে ক্যাডেট ইঞ্জিনিয়ার পদে। স্থানীয় প্রতিনিধির পরামর্শ সত্ত্বেও সেদিন সন্ধ্যায় একাই বেড়িয়েছেন চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায়। তিনি এখনো মনে করতে পারেন বন্দরে ঢুকতে হাতের বামে একটি ড্রাইডক আছে। সন্ধ্যা গড়িয়ে একটু রাত হয়েছে। চট্টগ্রাম মেরিনার ক্লাব থেকে ফিরছিলেন। সেদিন তিনি ড্রিংক করেছিলেন এবং কিছুটা অন্যরকম লাগছিলো। তিনি দেখতে পান তিনজন স্থানীয় লোক তার খুব কাছে। হঠাৎ তিনি পেছন থেকে মাথায় আঘাত করার ব্যথা অনুভব করলেন। তারপর আর কিছুই মনে নেই। কত সময় গিয়েছে মনে নেই। কিন্তু মাথায় ব্যথা পাচ্ছিলেন। উঠে দাঁড়ালেন কোনো মতে, বাস্তবতা তাকে হতভম্ব করেছিলো, তার উদ্দাম যৌবনকে। পুরোটা দিগম্বর নয়, শুধু পরনের অন্তর্বাস রেখে সিমেন্স বুক, মানিব্যাগ, আইডি কার্ড, হাতঘড়ি, প্যান্ট, জুতো, মোজা, শার্ট– সবকিছুই নিয়ে গেছে চট্টগ্রামের বীর বাঙালিরা। আমার কালো চেহারাটা লজ্জায় আরো কালো হয়ে গিয়েছিলো তখন। কোনো জবাবই আসছিলো না।

Liaquat Ali
C-22, EMP 17728, 60 Admiralty Road (W) , Singapore